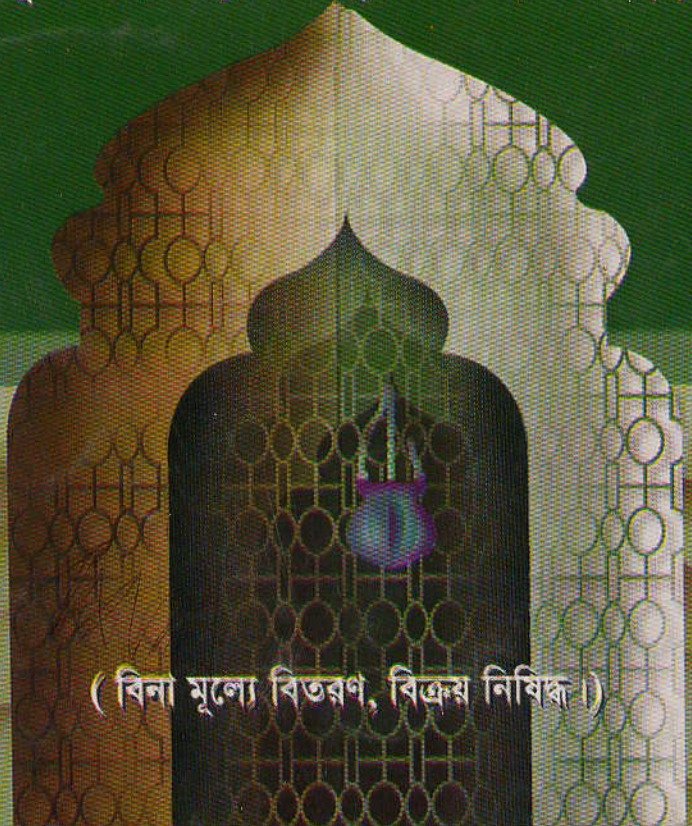
আল-হারামাইন ইসলামিক ফাউন্ডেশন-বাংলাদেশ অফিস

উম্মতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ

মূলঃ শাইখ আল্লামা আব্দুল আযীয ইবন বায(র)



(বিনা মূল্যে বিতরণ, বিক্রয় নিষিদ্ধ ।)

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের আরয

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। দুরুদ ও সালাম আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে। ২০০০ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার এম.ফিল (গবেষণা) যে বিষয় নির্ধারণ করে তাহলো ঃ "ইসলামী ফিক্হে আল্লামা শায়খ আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বাযের অবদান"। গবেষণা চলাকালীন শাইখের যে সকল বই এর প্রতি আকৃষ্ট হই তার সংখ্যা অনেক এবং আরবী থেকে বাংলায় যে সকল বই অনুবাদ করি তার মাঝে "উম্মতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ" অন্যতম।

আল্লামা ইবন বায প্রথম জীবনে ছিলেন বিচারপতি। অতঃপর রিয়াযের একটি প্রসিদ্ধ কলেজের অধ্যাপক। তারপর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হন। অবশেষে মুসলিম জাহানের গ্রান্ড মুফতী হন এবং এ পদে থাকাকালেই তনি ইহলোক ত্যাগ করেন। এতোগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকেও তিনি আজীবন কলমী জিহাদ চালিয়ে গেছেন। এ পর্যন্ত আমার নিকট তার লিখনী যা পৌছেছে ১৯ খন্ডে সমাপ্ত। প্রতিটা খণ্ড ৫/৬শ পৃষ্ঠারও বেশী। আধুনিক দুনিয়ার যত সমস্যা তাঁর সামনে পেশ করা হয়েছে, তিনি কুরআন ও হাদীস থেকেই তার সমাধান দিয়েছেন।

আল্লামা ইবন বায জনসাধারণের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য নির্ধারণ করেছেন- তার মৌলিক বিষয়গুলো এই ঃ সূরা আল-ফাতিহাসহ ছোট সূরা গুলো মুখস্ত করা ও অর্থসহ জানা, ঈমান ও ইসলামের এবং ইহসানের রুকুনসমুহ, কালেমা তাইয়েবার অর্থ ও শর্তসমূহ, তাওহীদ ও শির্কের প্রকরণসমূহ, সালাতের শর্ত, রূকন, ওয়াজিব, তাশাহ্হুদ ও দুরুদ, সুন্নাত, সালাত বাতিলকারী বিষয়, ওযূর ফরয ও শর্ত, ওযূ ভঙ্গের কারণ ইসলামী আদব-শিষ্টাচার, ঈমান ও আমল ধ্বংসকারী সাত প্রকার পাপ, মৃত ব্যক্তির ওযূ গোসল, কাফন, দাফন ও সালাতুল জানাযা, শোক পালন ও যিয়ারত ইত্যাদি। এসব বিষয়ে আমাদের শতকরা নব্বই জনই অজানা। আল্লামা এই বইটি সংকলন করে উম্মতের বিরাট কল্যাণ সাধন করেন। বাংলা ভাষায় অনুদিত হওয়ায় বাংগালী মুসলিমরাও উপকৃত হবেন বলে আশা করি। মানুষ ভুলের উর্ধে নয়। প্রথম সংস্করণে কোন ত্রুটি দেখা দিলে তা দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

অবশেষে মহান আল্লাহর নিকট বিনীত নিবেদন ঃ তিনি যেন এটাকে লেখক, অনুবাদক এবং পাঠকের পক্ষ থেকে তাঁর জন্য কবুল করেন এবং এ পুস্তকের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে উভয় জগতে সফলতা দান করেন, আমীন।

ঢাকা
তাং ০২/০২/২০০৩

মুহাম্মাদ এনামুল হক
প্রতিষ্ঠাতা প্রধান
আল্লামা শাইখ ইবন বায ফাউণ্ডেশন
বাংলাদেশ

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, উত্তম পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য, দরুদ ও সালাম তাঁর বান্দা ও রাসূল আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধর এবং তাঁর সাহাবীদের ওপর বর্ষিত হোক। অতঃপর এটা একটা সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা, ইসলাম সম্পর্কে যা প্রত্যেকটি মুসলিমের জানা ওয়াজিব তার বর্ণনা। আমি এর নাম দিয়েছি (আদ্দুরুসূল মুহিম্মমা লি-আম্মাতিল উম্মা) উম্মতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ। আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যেন এর দ্বারা মুসলমানদের উপকৃত করেন, আর আমার পক্ষ থেকে এটা কবুল করেন, নিশ্চয় তিনি মহান দাতা।

আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বায।

প্রথম পাঠ

সূরা আল ফাতিহা এবং ছোট সূরাগুলো ঃ

সূরা আল ফাতিহা আর ছোট সুরাগুলো যা সম্ভব ঃ তথা সূরা যিলযাল থেকে সূরা আন নাস পর্যন্ত সহীহ করে পড়া ও মুখস্থ করার প্রশিক্ষণ নেয়া যা বিস্তারিতভাবে উপলব্ধি করা ওয়াজিব।

দ্বিতীয় পাঠ

আরকানুল ইসলাম ঃ

আরকানুল ইসলাম পাঁচটি, তার প্রথমটি সবচেয়ে বড় ঃ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর শর্তগুলোর ব্যাখ্যাসহ, তার অর্থ হচ্ছে ঃ (লা-ইলাহা) আল্লাহ ছাড়া যা কিছুর ইবাদত করা হয় তার সব কিছুকে অস্বীকার করে, (ইল্লাল্লাহ) লা-শারীক আল্লাহর জন্য একমাত্র ইবাদত সাব্যস্ত করে।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর শর্তসমূহ ঃ

দ্বীনী জ্ঞানার্জন যা অজ্ঞতাকে দূর করে, এমন দৃঢ় বিশ্বাস যা সন্দেহকে দূর করে, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যা শির্ককে সম্পূর্ণরূপে দূর করে, এমন সত্যতা যা মিথ্যাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে, এমন মহব্বত যা বিদ্বেষকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে, এমন আনুগত্য যা ছিন্নতাকে দূর করে, এমনভাবে কবূল করা যা বিচ্ছিন্নতাকে দূর করে, আল্লাহ ছাড়া যা কিছুর ইবাদত করা হয় তা অস্বীকার করা।

নিম্নের পংক্তি দুটিতে শর্তগুলো একত্রিত হয়েছে ঃ

১। ইলমুন, ২। ইয়াকীন, ৩। ইখলাসুন, ৪। সিদকুন, ৫। মুহাব্বাতুন, ৬। ইনকিয়াদুন, ৭। কবূলুন, ৮নং আল্লাহ ছাড়া যা কিছুর ইবাদত করা হয় তা আপনার কুফরান (অস্বীকার)।

নতুন পরিচ্ছেদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, এ কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ সাক্ষ্য প্রদান, তার দাবি হচ্ছে ঃ তাঁর আনিত ওহীর সত্যতা স্বীকার করা, তাঁর নির্দেশের পূর্ণ আনুগত্য করা, তাঁর নিষেধকৃত ও দমনকৃত বিষয় থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা, মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা শরীয়ত হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন তারই ইবাদত করা।

এরপর তালবে ইলমের জন্য ইসলামের পাঁচটি রূকুনের বর্ণনা দিবে, তা এই ঃ সালাত, যাকাত, রামাযানের সিয়াম, আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা যার সেখানে পৌঁছার ক্ষমতা আছে।

তৃতীয় পাঠ

আরকানুল ঈমান ঃ

আরকানুল ইমান ছয়টি ঃ আল্লাহ, মালায়িকা (ফিরিশতাগণ), তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আখেরাত, তাকদীরের ভাল মন্দ সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে, এ সবের প্রতি ঈমান আনয়ন করা।

চতুর্থ পাঠ

তাওহীদ ও শির্কের প্রকারসমূহ ঃ

তাওহীদের প্রকারসমূহের বর্ণনা, আর তা তিন প্রকার ঃ তাওহীদুর রুবুবীয়া, তাওহীদুল উলুহীয়া, তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত।

তাওহীদুর রুবুবীয়া ঃ আল্লাহ সুবহানাহুর প্রতি এইভাবে ঈমান আনয়ন করা যে, তিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, সার্বিক ক্ষমতার পরিবর্তন তাঁর হাতে, এতে তাঁর কোন শরীক নেই।

তাওহীদুল উলুহীয়া ঃ আল্লাহ সুবাহানাহুর প্রতি এইভাবে ঈমান আনয়ন করা যে, তিনিই একমাত্র ইবাদতের অধিকারী, এতে তাঁর কোন শরীক নেই, আর এটা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থে পাওয়া যায়, তার অর্থ হচ্ছে ঃ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই, সালাত ও সিয়াম এবং অন্য সকল ইবাদত একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য আদায় করা, তিনি ছাড়া ইবাদতের কিছুমাত্র অন্যের জন্য নির্ধারণ করা শির্ক।

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত ঃ আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করা যা কুরআনে কারীমে অথবা সহীহ হাদীসে সেগুলোর বর্ণনা এসেছে, আর সেগুলো আল্লাহর জন্য এমনভাবে সাব্যস্ত করা, যা কোন প্রকার, রদবদল ছাড়াই, কোন কিছুর বাতিল না করা, কোন কিছুর রূপরেখার বর্ণনা না দেয়া, তার উদাহরণ না দেয়া, আল্লাহ সুবহানাহুর এই বাণী অনুযায়ী ঃ

قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ .

আপনি বলুন, সে আল্লাহ এক। সব কিছুই আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষী। তিনি জন্ম দেন নাই এবং জন্ম নেন নাই। আর তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। সূরা আল ইখলাস।

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْئٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

কিছুতেই তাঁর কোন সাদৃশ্য নেই, আর তিনি সর্বজ্ঞ সর্বদ্রষ্টা সূরা আশশুরা, ১১।

কোন কোন বিশেষজ্ঞ তাওহীদকে দুভাগে ভাগ করেছেন, আর তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতকে তাওহীদুর রুবূবিয়্যার অন্তর্ভূক্ত করেছেন, আর এতে দ্বন্দ্বের কিছুই নেই, কেননা, উভয় প্রকারের উদ্দেশ্য প্রকাশিত।

আর শির্ক তিন প্রকার ঃ শির্কে আকবার, (সব চেয়ে বড় শির্ক) শির্কে আসগার, (সবচেয়ে ছোট শির্ক) শির্কে খাফী (লুকায়িত শির্ক)।

শির্কে আকবার ঃ এই শির্কের সঙ্গে জড়িত হয়ে যে মৃত্যুবরণ করবে, তার সকল আমল বাতিল হয়ে যাবে এবং সে স্থায়ী জাহান্নামী হবে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

وَلَوْ أَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

(আর যদি তারা শির্ক করে তাদের সকল আমল বাতিল হয়ে যাবে) সূরা আল আনয়াম, ৮৮।

আল্লাহ সুবহানাহু আরো বলেনঃ

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ .

মুশরিকগণ নিজেরা কুফরীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে, আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করার কোন অধিকার রাখেনা, এরা এমন যে, এদের সকল আমল বাতিল হয়ে গেছে, আর জাহান্নামে এরা চিরস্থায়ী। সূরা আত তওবা, ১৭।

এই শির্কের ওপর ইন্তিকাল করলে কখনই তাকে ক্ষমা করা হবে না, আর জান্নাত তার ওপর হারাম। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ .

আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করলে তিনি ক্ষমা করবেন না, তবে এটা ছাড়া অন্য পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।

সূরা আন নেসা, ৪৮।

আর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ.

(যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করবে, আল্লাহ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, আর যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।)

সূরা আল মায়িদা, ৭২।

নিম্নে বর্ণিত পাপগুলোও শির্কে আকবারের অন্তর্ভুক্ত ঃ মৃত ব্যক্তি, মূর্তি এদের নিকট দু'য়া করা ও সাহায্য চাওয়া, অনুনয়-বিনয় করা, তাদের নামে নযর মানা, তাদের নামে যবেহ করা।

শির্কে আসগার ঃ কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত এটা শির্ক নামে আখ্যায়িত, তবে এটা শির্কে আকবার নয়, যেমন কোন কোন কাজে রিয়া (লোক দেখানো), আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ (কসম) করা, আর এইভাবে বলা ঃ মাশা আল্লাহ ওয়া শায়া ফুলানুন (আল্লাহ আর অমুক যা চায়) ইত্যাদি।

মাহমুদ ইবন লাবীদ আল আনসারী (রা) সাহাবী থেকে উত্তম সনদে বর্ণিত রয়েছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের ওপর আমার সর্বাপেক্ষা বেশী ভয়

হচ্ছে শির্কে আসগার বলে। তাঁকে শির্কে আসগার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ তা হচ্ছে ঃ রিয়া (লোক দেখানো আমল)।

মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, বাইহাকী,

তবে ইমাম তাবারানী (রঃ) অনেকগুলো উত্তম সনদে মাহমুদ ইবন লাবীদ রাফে ইবন খাদীজের মাধ্যমে (রা) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কসম করলো সে শির্ক করলো। মুসনাদে আহমাদ সহীহ সনদে ওমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন।

আর ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযি সহীহ সনদে ইবন ওমার (রা) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কসম করলো সে কুফরী করলো অথবা শির্ক করলো।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমরা একথা বলো না ঃ আল্লাহ আর অমুক যা চায়। বরং বলো ঃ আল্লাহ যা চায়, অতঃপর অমুক যা চায়। ইমাম আবূ দাউদ সহীহ সনদে হুযাফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তবে সে এই প্রকার পাপে মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিষ্কার হবে না, আর সে স্থায়ী জাহান্নামীও নয়, তবে পরিপূর্ণ তাওহীদ যা মান্য করা ওয়াজিব, তার বিপরীত।

শির্কে খাফী ঃ তার দলীল হচ্ছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাণী ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বিষয়ের সংবাদ দিব না যা আমার নিকট তোমাদের ওপর মাসিহুদ্দাজ্জালের চেয়েও সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় হচ্ছে ? সাহাবীরা বললেন হাঁ বলুন আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন ঃ তা হচ্ছে– শির্কে খাফী, মুসলিম যখন সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায় করে আর এমন অবস্থায় তাকে কোন লোক দেখলে সে তার সালাতকে খুব সুন্দর করে আদায় করে।

মুসনাদে আহমাদ আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

শির্ককে দু'ভাগেও ভাগ করা যায় ঃ

আকবার ও আসগার, আর শির্কে খাফী এই দুটোতে সমানভাবে পাওয়া যায়। তা কখনও শির্কে আকবারেও পাওয়া যায়, যেমন মুনাফেকদের শির্ক, কেননা, তারা তাদের বাতিল আকীদা গোপন রাখে। আর লোককে দেখানোর জন্য ও আত্ম-রক্ষার উদ্দেশ্যে ইসলামকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে।

আবার শির্কে আসগারেও পাওয়া যায়, যেমন রিয়া (লোক দেখানো), যা ইতিপূর্বে মাহমুদ ইবন লাবীদ আনসারী ও আবূ সাঈদের হাদীসে উল্লেখ হয়েছে।

আল্লাহ ই তাওফীকদাতা।

পঞ্চম পাঠ

রুকনুল ইহসান হচ্ছে ঃ এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন আপনি আল্লাহকে দেখছেন, যদি আপনি এ পর্যায়ে পৌঁছতে না পারেন, অন্তত ঃ এতটুকু মনে করেন যে তিনি আপনাকে দেখছেন।

ষষ্ঠ পাঠ

সালাতের শর্তসমূহ নয়টি ঃ ১। ইসলাম, ২। জ্ঞান, ৩। উপযুক্ত বয়স, ৪। পবিত্রতা অর্জন, ৫। নাপাকী দূরীকরণ, ৬। শরীর আবৃত করা, ৭। ওয়াক্ত হওয়া, ৮। কেবলামুখী হওয়া, ৯। নিয়াত করা।

সপ্তম পাঠ

সালাতের আরকানসমূহ ঃ

আরকানসমূহ চৌদ্দটি ঃ ১। সুস্থ অবস্থায় সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করা, ২। তাকবীরে তাহরীমা, ৩। সূরা আল ফাতিহা পড়া, ৪। রুকূ করা, ৫। রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, ৬। সাতটি অংগের ওপর সাজদা করা, ৭। সাজদা থেকে মাথা উঠানো, ৮। উভয় সাজদার মাঝে বসা, ৯। সকল রুকন ধীরস্থিরভাবে আদায় করা, ১০। সবগুলো রুকন পরস্পর আদায় করা, ১১। শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া,

১২। তার জন্য বসা, ১৩। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ওপর দরুদ পড়া, ১৪। ডানে বামে দু'সালাম ফিরানো।

অষ্টম পাঠ

সালাতের ওয়াজিব আটটি ঃ

১। তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া সকল তাকবীরসমূহ, ২। ইমাম ও একাকী মুসল্লী উভয়েই (রুকু থেকে উঠে) বলবে সামিয়াল্লাহু লিমান হামীদা। ৩। ইমাম ও মুক্তাদি এবং একাকী ও মুসল্লী সকলেই বলবে রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু, ৪। রুকূতে 'সুবহানা রাব্বীআল আযীম' বলা, ৫। সাজদাসমূহে 'সুবহানা রাব্বীআল আ'লা বলা', ৬। উভয় সাজদার মাঝে 'রাব্বিগ ফিরলী' বলা ৭। প্রথম তাশাহহুদ ৮। তার জন্য বসা।

নবম পাঠ

তাশাহহুদের বর্ণনা, সে বলবে ঃ

আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালা ওয়াতু ওয়াত্তায়্যিবাতু আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু আসসালামু আলাইনা ওয়াআলা ইবাদিল্লহিস সলিহীন আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

তারপর নাবী -এর ওপর দরুদ পড়বে। আল্লাহুম্মা সল্লেয়ালা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সাল্লায়তা আলা

ইবরাহীমা ওয়া আলা আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ, ওয়া বা রিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বা রাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অতঃপর শেষ তাশাহহুদে জাহান্নামের আযাব থেকে, কবর আযাব থেকে, জীবন মরণের ফিৎনা থেকে, মাসীহুদ্দাজ্জালের ফিৎনা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে। অতঃপর তার ইচ্ছানুযায়ী দু'আ করবে, বিশেষ করে দু'আ মাসূরা পড়বে। তার মাঝে এটাও ঃ

আল্লাহুম্মা আইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদতিকা, আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসি যুলমান কাসীরান ওয়ালা ইয়াগ ফিরুযযুনুবা ইল্লা আনতা, ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ার হামনী ইন্নাকা আনতাল গাফরুর রাহীম।

যোহর, আসর, মাগরিব, ইশার দু'রাকায়াত পড়ে প্রথম তাশাহহুদে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর তৃতীয় রাকায়াতে যাওয়ার পূর্বে দরুদ পড়লে উত্তম হয় সাধারণ হাদীসের ভাষ্যাণুযায়ী। তারপর তৃতীয় রাকায়াতের জন্য দাঁড়াবে।

দশম পাঠ

সালাতের সুন্নাতসমূহ ঃ

১. সানা পড়া।

২. দাঁড়ানোর সময় ডান হাত বাঁ হাতের ওপর রেখে বুকের ওপর রাখবে, রুকুর পূর্বে ও পরে।

৩. তাকবীরে তাহরীমার সময় হস্তদ্বয়ের আঙ্গুলগুলো পরস্পর মিলিয়ে খাড়া করে কাঁধ বা কানের লতি বরাবর উঠানো, রুকুতে যাওয়া ও রুকু থেকে উঠার সময় এবং দু'রাকায়াতের তাশাহহুদের পর তৃতীয় রাকায়াতের জন্য উঠার সময়ও অনুরূপভাবে হস্তদ্বয় উঠানো।

৪. রুকু ও সাজদায় একাধিকবার তাসবীহ পড়া।

৫. রুকূ থেকে উঠে (রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু) বলার পর বেশী অংশটা বলা, দু'সাজদার মাঝে ক্ষমা প্রার্থনার দু'য়াটা একাধিকবার বলা।

৬. রূকূ করাকালীন মাথা ও পিঠ বরাবর রাখা।

৭. সাজদা করাকালীন বাহুদ্বয় পার্শদ্বয় থেকে, পেট উরুদ্বয় থেকে এবং পায়ের বাঁশী (হাটুর নীচু অংশ) থেকে উরুদ্বয় দূরে রাখা।

৮. সাজদার সময় যমীন থেকে কনুইদ্বয় উঁচু রাখা।

৯. দু'সাজদার মাঝে বসার সময় এবং প্রথম তাশাহহুদে বসার সময় মুসল্লীর ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো খাড়া করে রাখা এবং বাঁ পা বিছিয়ে বসা।

১০. তিন রাকায়াত এবং চার রাকায়াত বিশিষ্ট সালাতের শেষ বৈঠকে পাছার ওপর ভর করে বসা, এবং বাঁ পা ডান পায়ের নীচু দিয়ে বিছিয়ে ডান পা খাড়া করে রাখা।

১১. তাশাহহুদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় তাশাহহুদে তর্জনী অঙ্গুলী দ্বারা ইঙ্গিত করা এবং দু'য়ার সময় নড়া চড়া করা।

১২. প্রথম তাশাহহুদে দরুদ পড়া।

১৩. শেষ বৈঠকে দু'য়া করা।

১৪. ফজর, জুমুয়া, ঈদাইন, ইস্তিস্কা, মাগরিব ও ইশার সালাতে স্বশব্দে কিরাত করা।

১৫. যোহর, আসর, মাগরিবের তৃতীয় রাকায়াতে ও ইশার শেষ দু'রাকায়াতে নিঃশব্দে কিরাত পড়া।

১৬. সূরা ফাতিহা ছাড়া কুরআনের আরো কিছু অংশ পড়া, সালাতের সুন্নাত সম্পর্কিত হাদীসগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে তা পাওয়া যায়। আমাদের উল্লিখিত বিষয়গুলো ব্যতীত, ঐগুলোর মাঝে ঃ রুকূ থেকে উঠে (রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু) বলার পর বেশী অংশটা ইমাম, মুক্তাদী, একাকী মুসল্লী তথা সবার জন্য বলা, এটা সুন্নাহ, তার মাঝে এটাও ঃ রুকূর সময় হস্তদ্বয় বড় গীরার (হাটু) ওপর রেখে আঙ্গুলী দিয়ে মযবুত করে ধরা।

একাদশ পাঠ

সালাত বাতিলকারী বিষয়সমূহ আটটি ঃ

১. সজ্ঞানে যিকর ও দু'য়ার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলা, (পক্ষান্তরে ভুলবশতঃ ও অজ্ঞতাবশতঃ কথা বললে সালাত বাতিল হবে না।)

২. হাসি দেয়া।

৩. খাওয়া।

৪. পান করা।

৫. উলঙ্গ হয়ে যাওয়া।

৬. কিবলা থেকে বহু দূরে ফিরে যাওয়া।
৭. সালাতের মাঝে পরস্পর অনেক অনর্থক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া।
৮. ওযূ নষ্ট হয়ে যাওয়া।

দ্বাদশ পাঠ

ওযুর শর্তসমূহ

ওযুর শর্তসমূহ দশটি ঃ ১। ইসলাম, ২। জ্ঞান, ৩। উপযুক্ত বয়স হওয়া, নিয়াত (সংকল্প), ৫। ওযূ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় নিয়াতেই থাকতে হবে, ৬। ওযুর ওয়াজিব নষ্ট হলে, ৭। ইস্তিনজ করা অথবা তার পূর্বে পাথর বা ঢিলা কুলপ নেয়া, ৮। পানির পবিত্র হওয়া এবং জায়েয হওয়া, ৯। শরীরে এমন কিছু আছে যা পানি পৌঁছতে বাধা প্রদান করছে তার দূরীকরণ, ১০। সালাতের সময় হওয়া ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যার সর্বদা ওযূ ভেঙ্গে যায়।

ত্রয়োদশ পাঠ

ওযুর ফরয ছয়টি

১। মুখ ধৌত করা, তার মাঝে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া। ২। কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয় ধৌত করা, ৩। কর্ণদ্বয়সহ পূর্ণ মাথা মাসাহ করা, ৪। ছোট দুগিরাসহ পাদ্বয় ধৌত করা, ৫। ধারাবাহিকভাবে (মুখমন্ডল, হস্তদ্বয়, মাথা মাসাহ ও পাদদ্বয় পরাস্পর ধৌত করা) ৬। একাধারে করা,

একাধিকবার মুস্তাহাব, মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় এবং পাদ্বয় তিনবার করে ধৌত করা, অনুরূপভাবে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া, তবে একবার করে ধৌত করা ফরয। উল্লেখ্য যে, সহীহ হাদীসের আলোকে মাথা মাসাহ একাধিকবার মুস্তাহাব নয়।

চতুর্দশ পাঠ

ওযূ ভঙ্গের কারণসমূহ ঃ

ওযু ভঙ্গের কারণসমুহ ছয়টি ঃ ১. পায়খানা ও প্রসাবের রাস্তা দিয়ে কিছু বের হওয়া, ২. শরীর থেকে অপবিত্র কিছু বের হওয়া, ৩. ঘুম বা অন্য কোন কারণবশতঃ জ্ঞানশূন্য হলে, ৪. কোন আড়বিহীন অবস্থায় গুপ্তাঙ্গের সামনে বা পিছনে হাত লাগা, ৫. উটের গোশত খাওয়া, ৬. ইসলাম ত্যাগ করা, আল্লাহ আমাদেরকে ও মুসলমানদেরকে এসব থেকে আশ্রয় দান করুন। আমিন।

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা ঃ সঠিক মত হচ্ছে ঃ মুর্দাকে গোসল দেয়াতে ওযু ভাঙ্গে না, এটাই অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মত, যেহেতু এর পিছনে কোন দলীল নেই, তবে হাঁ, গোসলদাতার হাত যদি মুর্দার গুপ্তাঙ্গে কোন প্রকার আড় ছাড়াই সুস্পর্শ করে তবে তার ওপর ওযূ করা ওয়াজিব হবে। তার জন্য জরুরী যে, সে যেন কোন প্রকার আড় ছাড়া মুর্দার গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ না করে, মহিলার স্পর্শে কোন মতেই ওযূ ভাঙ্গে না কিছু বের না হওয়া পর্যন্ত সেটা প্রবৃত্তির তাড়নায় স্পর্শ করুক বা তার বিপরীতে, এটাই অধিকাংশ ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মত।

কেননা, ওযূ অবস্থায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কোন স্ত্রীকে চুমা দেন, অতঃপর সালাত আদায় করেন, এতে তিনি নতুন করে ওযু করেননি।

তবে সূরা আন নিসা ও আল মায়িদায় আল্লাহ সুবহানাহুর বাণী ঃ

﴿ أَوْلَمَسْتُمُ النِّسَآءَ ﴾

(অথবা যদি তোমরা মহিলাদের স্পর্শ করে থাকো)

সূরা আন নিসা ৪৩ ও সূরা আল মায়িদা ৬।

এখানে তার অর্থ হচ্ছে ঃ সঙ্গম করা, এটাই অধিকাংশ ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মত, তাঁদের মাঝে রয়েছে ঃ আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) এবং এক জামায়াত পূর্ববতী ও পরবর্তী সম্প্রদায়। আল্লাহই তাওফিক দাতা।

পঞ্চদশ পাঠ

প্রত্যেকটা মুসলিমকে শরীয়ত সমর্থিত চরিত্রে ভূষিত হওয়া উচিত ঃ সেগুলোর মাঝে ঃ সত্যবাদীতা, আমানত, হারাম থেকে বেঁচে থাকা, লজ্জা, সম্মান, অঙ্গীকার পূরণ, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে দূরে থাকা, পড়শীর সঙ্গে সদাচারণ করা, সাধ্যমত অভাবীদের সাহায্য করা, এ ধরণের উত্তম আচরণ করা যা কুরআন ও সুন্নাহ পথ নির্দেশ দেয়।

ষষ্টদশ পাঠ

ইসলামী শিষ্টাচারে অলংকৃত

ইসলামী আদব-শিষ্টাচারে ভূষিত হওয়া, তার মধ্যে ঃ

সালাম, হাস্যমুখ, ডান হাতে পানাহার করা, খাওয়া আরম্ভ করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা, খাওয়া শেষে আল হামদু লিল্লাহ বলা, হাঁচি দিলে আল হামদু লিল্লাহ বলা, হাঁচিদাতা আল হামদু লিল্লাহ বললে তার জবাবে ইয়ারহামু কাল্লাহ বলা, রোগী দেখতে যাওয়া, সালাতুল জানাযা এবং দাফনে অংশ গ্রহণ করা, মসজিদ ও বাসায় প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় ইসলামী আদব রক্ষা করে চলা, আত্মীয়, পড়শী, সফরের সময়, পিতা-মাতা, মুরুব্বীগণ, ছোটদের, নতুন বাচ্চাদের সংবর্ধনা দেয়া, বিবাহিতদের জন্য বরকতের দু'য়া করা, বিপদে আপদে সহমর্মিতা জানানো, পোশাক পরিধান, জুতা পরা ও খুলে রাখা ইত্যাদি ব্যাপারে ইসলামী আদব রক্ষা করে চলা।

সপ্তদশ পাঠ

শির্ক ও বিভিন্ন প্রকার অবাধ্যতা থেকে সাবধান ঃ তা এইঃ সাতটি ধ্বংসকারী পাপ ঃ সেগুলো হচ্ছে ঃ ১. আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করা, ২. যাদু করা, ৩. সুদ খাওয়া, ৪. হত্যা করা যা আল্লাহ হারাম করেছেন তবে সত্য ও ন্যায়ের পথে, ৫. ইয়াতীমের সম্পদ খাওয়া, ৬. যুদ্ধ ক্ষেত্রে থেকে পলায়ন করা, ৭. বিবাহিতা উদাসীনা মুমিন মহিলাদেরকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, মিথ্যা শপথ করা, পড়শীকে কষ্ট

দেয়া, রক্তপাত, সম্পদ, মান ইজ্জত নিয়ে মানুষের ওপর যুলুম করা, মদ জাতীয় দ্রব্য পান করা, জুয়া খেলা, গীবাত করা, চোগলখোরী ইত্যাদি যা মহান আল্লাহ অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকা।

অষ্টাদশ পাঠ

মৃত ব্যক্তির ওযূ, গোসল, কাফন-দাফন ও সালাতুল জানাযা

বিস্তারিত দেখুন ঃ

প্রথম ঃ মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তির নিকট (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ)-র বাণী স্মরণ করিয়ে দেয়া, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস অনুযায়ী। তোমরা তোমাদের মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তির নিকট (লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ)-র বাণী স্মরণ করিয়ে দাও। (সহীহ মুসলিম)।

দ্বিতীয় ঃ ইন্তিকাল প্রমাণিত হলে তার চোখ দুটো বন্ধ করে দিবে, দাড়িগুলো গুটিয়ে দিবে সুন্নাত অনুযায়ী।

তৃতীয় ঃ মুসলিম মুর্দাকে গোসল দেয়া ওয়াজিব, হাঁ, যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হলে তাকে গোসল দিবে না, সালাতুল জানাযা পড়বে না, বরং তার উক্ত কাপড়ে তাকে দাফন করা হবে। কেননা, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদের শহীদদেরকে গোসল দেননি এবং সালাতুল জানাযাও আদায় করেননি।

চতুর্থ ঃ মুর্দাকে ওযূ ও গোসল দেয়ার বিবরণ ঃ তার আওরাতকে ঢাকা, অতঃপর কাপড়টা কিছু উঁচু করে হালকাভাবে তার পেট চিপে ময়লা থাকলে বের করে দেয়া। তারপর গোসলদাতা তার হাতে কাপড় জাতীয় বিষয় দ্বারা পট্টি বাঁধবে, তারপর তাকে সালাতের ওযুর ন্যায় ওযূ করাবে, তারপর তার মাথা ও দাড়ি বরই গাছের পাতা বা অনুরূপ কিছু দিয়ে ধৌত করবে, তারপর ডান পাশ ধৌত করবে, অতঃপর বাঁ পাশ এইভাবে দুতিনবার ধৌত করবে, প্রতিবারই তার হাত মুর্দার পেট চাপা দিয়ে ময়লা বের করার চেষ্টা করবে, যদি কিছু বের হয় তবে তা ধুয়ে ফেলবে, তারপর ময়লা বের হওয়ার স্থানে তুলা জাতীয় কিছু দিয়ে সে স্থান বন্ধ করে দিবে, এর দ্বারা সম্ভব না হলে পূর্বে ব্যবহৃত হয়নি এমন মাটি দ্বারা অথবা আধুনিক চিকিৎসার বিষয়াদি দ্বারা তা বন্ধ করা, যেমন পট্টি বাঁধার বিষয় ইত্যাদি।

তাকে আবার ওযূ করান, তারপর তা বন্ধ না হলে তিন থেকে পাঁচবার বা সাতবার পর্যন্ত গোসল দেয়া যায়, তারপর কাপড় পট্টি দিয়ে দিবে, তারপর তার সে স্থানে সুগন্ধি লাগাবে, তারপর তার কাফনে কর্পূর লাগাবে, তার মোচ কিংবা নখ যদি লম্বা হয়, তবে কাটা বা রেখে দেয়া দুটোই সমান, তার চুল কাটবে না, নাভীর নীচের চুল কাটবে না, তার খাতনা দিবে না, যেহেতু কোন দলীল নেই, মুর্দা মহিলা

হলে তার চুল তিনভাগে ভাগ করে বেণী বেঁধে পিছনের দিকে ঝুলিয়ে দিবে।

পঞ্চম ঃ কাফন পরানো ঃ পুরুষ মুর্দাকে সাদা তিনটা কাপড়ে কাফন দেয়া উত্তম, তাতে জামা বা পাগড়ি থাকবে না, যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন। একটার পরে একটা পরিয়ে দিবে। আর যদি জামা এবং লুঙ্গি ও চাদর দ্বারা কাফন দেয় তাতে কোন অসুবিধা নেই। আর মহিলাকে পাঁচ কাপড়ে কাফন দিতে হবে, জামা, ওড়না, লুঙ্গি ও দুটো চাদর। আর ছেলে শিশুকে এক থেকে তিন কাপড়ে কাফন দিতে হবে, আর মেয়ে শিশুকে দু'চাদরে কাফন দিতে হবে। সকল মুর্দার ক্ষেত্রে এক কাপড় দিয়ে আবরণ করা সম্ভব, তবে মুর্দা যখন মুহরিম হবেন, তখন তাকে পানি ও বরই গাছের পাতা দিয়ে গোসল দিতে হবে এবং তার লুঙ্গি ও চাদরে অথবা অন্য কিছু দিয়ে তাকে কাফন দিবে, তার মাথা ও মুখমন্ডল ঢাকবে না, সুগন্ধি লাগাবে না। কেননা, সে তালবীয়া পড়া অবস্থায় কিয়ামতের দিন উঠবে। সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। আর মুহরিম যদি মহিলা হয় তবে অন্যান্যের মত তাকে কাফন দিবে, কিন্তু সুগন্ধি লাগাবে না, নেকাব দ্বারা আকৃতি ও হস্ত মূজা দ্বারা হাত আবৃত করবে না, কিন্তু যে কাফন দিয়ে তাকে কাফন দেয়া হবে, তা দিয়ে তার মুখমন্ডল

ও হস্তদ্বয় আবৃত করবে, যেমনভাবে মহিলার কাফন পরার পদ্ধতি ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে।

ষষ্ঠ ঃ মুর্দা যাকে ওসীয়ত করে যাবে সেই বেশী হকদার তাকে গোসল দেয়ার, সালাতুল জানাযা পড়ার ও দাফন করার। তারপর পিতা, তারপর দাদা, এরপর পুরুষের ক্ষেত্রে পরস্পর নিকট আত্মীয়গণ। মহিলা মুর্দার ক্ষেত্রে গোসল দেয়ার হকদার তার ওসীয়াত অনুযায়ী, তারপর তার মা, তারপর তার দাদী, তারপর মহিলাদের মধ্য থেকে পরস্পর নিকট আত্মীয়গণ, আর স্বামী-স্ত্রী ক্ষেত্রে একে অপরকে গোসল দিবে, কেননা, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর স্ত্রীকে গোসল দেন। অনুরূপভাবে আলী (রা) তাঁর স্ত্রী ফাতিমা (রা) কে গোসল দেন।

সপ্তম ঃ সালাতুল জানাযার বিবরণ ঃ চার তাকবীর বলবে, প্রথম তাকবীর বলার পর সূরা ফাতিহা পড়বে, তার সঙ্গে ছোট সূরা বা কমপক্ষে এক আয়াত বা একাধিক আয়াত পড়া উত্তম, এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় তাকবীর বলবে এবং দরুদে ইবরাহীম পড়বে।

তারপর তৃতীয় তাকবীর বলবে এবং এই দু'য়া পড়বে ঃ আল্লাহুম্মাগফির লি হায়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা, ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া সাগীরিনা, ওয়া কাবীরিনা, ওয়া যাকরিনা, ওয়া উনসানা, আল্লাহুম্মা মান আহয়্যাইত্যাহু মিন্না ফাআহয়িহী

আলাল ইসলাম, ওয়া মানতা ওয়াফফাইতাহু মিন্না, ফাতাওফফাহু আলাল ঈমান, আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়ার হামহু, ওয়া-আফীহ, ওয়া-ফুআনহু, ওয়া-আকরিম নুযুলাহু, ওয়া ওয়াসসি'মাদখালাহু, ওয়াগসিলহু বিলমায়ি, ওয়াস সালজি, ওয়াল বারাদি, ওয়া নাককিহি মিনাল খাতাইয়া কামাউনাককাস সাওবুল আবয়্যাযু মিনাদ দানাসি, ওয়া আবদিলহু দারান খাইরান মিন দারিহি, ওয়া আহলান খাইরান মিন আহলিহি, ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা, ওয়া আয়িযহু মিন আযাবিল কাবরি, ওয়া আযাবিন্নার, ওয়া আফসিহ লাহু ফি কাবরিহি, ওয়া নাওবির লাহু ফিহি, আল্লাহুম্মা লা-তাহরিম না আজরাহু ওয়া লা-তাযিল্লানা বা'দাহু।

এরপর চতুর্থ তাকবীর বলবে, আর ডান দিকে এক সালাম ফিরাবে। প্রতি তাকবীরের সঙ্গে হস্তদ্বয় (কাঁধ বা কানের লতি বরাবর) উঠাবে, আর মুর্দা মহিলা হলে (আল্লাহুম্মাগ ফিরুলাহা .. বলা মুস্তাহাব (স্ত্রী লিঙ্গ হওয়ার কারণে শব্দের পরিবর্তন) মুর্দার সংখ্যা যদি দুজন হয় তবে এরূপ বলা যায় ঃ (আল্লাহুম্মাগ ফিরলাহুমা ..) আর জানাযা যদি দুয়ের অধিক হয় তবে এরূপ বলবে ঃ আল্লাহুম্মাগ ফিরলাহুম ...)।

আর মুর্দা যদি বাচ্চা হয় তবে ক্ষমা প্রার্থনা দু'য়ার পরিবর্তে এই দু'য়া পড়বে ঃ (আল্লাহুম্মাজ আলহু ফারতাঁও ওয়া যুখরান লি-ওয়ালিদাইহি, ওয়া শাফীয়ান, মুজাবান, আল্লাহুম্মা সাককিল বিহি মাওয়াযি নাহুমা, ওয়া আ'যিম বিহি উজুরাহুমা,

আব্দুল্লাহ আল বাজালী (রা) বলেন ঃ মুর্দা দাফনের পর তার আত্মীয়-স্বজনের নিকট একত্রিত হওয়া এবং খানা বানানো আমরা (জাহেলী যুগের) কান্নাকাটি করা গণ্য করতাম, মুসনাদে আহমাদ, সনদ সহীহ। হাঁ, ইন্তিকালের দিন মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের জন্য খাদ্য বানানো বা তাদের মেহমানদের জন্য খাদ্য বানানো কোন দোষণীয় নয়, বরং পড়শী ও নিকট আত্মীয়রা তাদের জন্য খাদ্য বানাবে এটাই শরীয়তের নির্দেশ।

কেননা, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট জাফর ইবন আবু তালিব (রা) এর সিরিয়ায় ইন্তিকালের খবর আসলে তিনি তাঁর পরিবার পরিজনকে জাফর (রা) এর পরিবারের জন্য খাদ্য বানানোর নির্দেশ দেন, আর বলেন ঃ তাদের নিকট এমন খবর এসেছে যা তাদেরকে ব্যস্ত করেছে। মুর্দার ওয়ারিসরা যদি তাদের পড়শী বা অন্যান্যদেরকে তাদের নিকট হাদীয়া দেয়া খাদ্যের দাওয়াত দেয়, তাতে কোন দোষ নেই, আর এর জন্য আমাদের জানামতে শরীয়তে নির্ধারিত কোন সময় নেই।

একাদশ ঃ কোন মহিলার তিন দিনের অতিরিক্ত কোন মুর্দার জন্য শোক পালন করা উচিৎ নয়, তবে হাঁ, স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করা ওয়াজিব, তবে যদি মহিলা গর্ভবতী হয় তখন বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত শোক পালন করবে। যেহেতু সহীহ হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত।

পুরুষের ব্যাপারে কোন নিকট আত্মীয় বা অন্য কারোর জন্য শোক পালন করা জায়েয নয়।

দ্বাদশ ঃ পুরুষের জন্য কবর যিয়ারত করা এবং তাদের জন্য দু'য়া করা, তাদের ওপর রহমতের দু'য়া করা, সর্বদা জায়েয, কেননা, এটা তাকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কবর যিয়ারত করো, এটা তোমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। সহীহ মুসলিম। তিনি তাঁর সাহাবীদের শিক্ষা দিতেন তাঁরা যেন কবর যিয়ারতের সময় এই দু'য়া করে ঃ (আসালামু আলাইকুম আহলাদ দিয়ারে মিনাল মুমিনীনা ওয়াল মুসলিমিনা, ওয়া ইন্না ইন শা-আল্লাহ বিকুম লাহিকুন, নাসআলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল আ'ফিয়া, ইয়ারহামুল্লাহুল মুসতাকদিমীনা মিন্না ওয়াল মুসতাখিরীন।) আর মহিলারা কবর যিয়ারত করতে পারবে না, কেননা, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর যিয়ারতকারিণী মহিলাদের অভিশাপ দিয়েছেন, যেহেতু, তাদের যিয়ারতে ফিৎনার ভয় আছে, তাছাড়া তাদের ধৈর্যই কম।

এভাবে তাদের জন্য জানাযার পিছনে যাওয়াও জায়েয নয়, কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এ থেকে নিষেধ করেছেন, তবে হাঁ, মসজিদে বা ঈদগাহে জানাযায় শরীক হওয়া নারী পুরুষ সবার জন্য জায়েয। সংকলনটি এখানেই শেষ হ'ল। সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামা আলা নাবীয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি।